

## নবম অধ্যায়

### রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত রাষ্ট্রীয় সেক্টর বেসরকারিকরণ কর্মসূচি সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় খাত এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৬৩ শতাংশ। তবে উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২,৬১১ কোটি টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৩৫২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ সকল সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ২,৭৭৬.৫৫ কোটি টাকা এবং লভ্যাংশ হিসেবে ২৯৪.৮৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৫৩০.৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ ৭৮,০৭১.৬২ কোটি টাকা দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ১৯টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ২৫,০৭৫.৬০ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১,৩৬১.১১ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) -১.১৫ শতাংশ হলেও ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯৪ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪.১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইকুইটিটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ১.১০ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ০.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারমান ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

**বক্স ৯.১: রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)**

ক্রঃ নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইন্স অফ প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৭টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	২টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
৫।	কৃষি	৩টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৫টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৬টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

## রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০০৬-০৭ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ৩৩,১৭৯ কোটি টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪,২৬৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২৪.৬৩ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ২১.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২১.৫৪ কোটি টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৩৫২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫২.৯৪ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে পরিচালন লোকসান ছিল ১,৫৭২ কোটি টাকা, কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পরিচালন রাজস্বের উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩,৮১৬ কোটি টাকা। নিম্নের সারণি ৯.১ এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৯.১: অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোগ, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	প্রবৃদ্ধির হার
পরিচালন রাজস্ব	৩৩,১৭৯	২০,০১৮	৩৯,৫৪৭	৬৪,২৬৮	২৪.৬৩
ক্রীত পণ্য ও সেবা	৩০,৫৬৭	১২,৪০৬	৩১,১৪২	৫৪,৯১৬	২১.৫৪
মূল্যসংযোজন: উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	২,৬১১	৭,৬১২	৮,৪০৫	৯,৩৫২	৫২.৯৪
বেতন ও ভাতাদি	১,৯০৮	১,৯৩০	২,১৭২	২,৯৬৯	১৫.৮৬
অবচয়	২,২৭৬	২,০৭৩	২,৪৩৬	২,৫৬৮	৪.১০
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	-১,৫৭২	৩,৬১০	৩,৭৯৮	৩,৮১৬	-৮৩.৮৭
মূল্য সংযোজন	২,৬১১	৭,৬১২	৮,৪০৫	৯,৩৫২	৫২.৯৪

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

## নীট মুনাফা/লোকসান

২০০৯-১০ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ২৭৭৬.৫৫ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬৯৩৫.৯৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের লোকসান পূর্ববর্তী অর্থ বছরের (২০০৯-১০) ৬৩৫.৭৬ কোটি টাকা থেকে ৪,৭১৬.৪৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০১০-১১ অর্থবছরেও ৭,২০৮.৬৭ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহের মধ্যে যে সকল সংস্থা নীট মুনাফা /লোকসান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটবে সেগুলো হলো: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরী কমিশন (নীট মুনাফা ২,৩৪৫.৯৭ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৪৫৩.২৮ কোটি টাকা), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (নীট মুনাফা ২,০৯৫.১৩ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০২৪.১২ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (নীট মুনাফা ৯.৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮.৬২ কোটি টাকা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ২০২.০৫ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ১০৮.০৯ কোটি টাকা), জাতীয় গ্রহায়ণ কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৩৫.৬২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৯৫ কোটি টাকা), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ( ২০১০-১১ অর্থবছরে নীট লোকসান ১.৯২ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে নীট মুনাফা ১.৭৬ কোটি টাকা) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (নীট মুনাফা ৭.৪৯ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৬৮ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩৫ এ দেখা যেতে পারে।

## সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহ ২০০৯-১০ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ২৯৪.৮৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৫৩০.৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৪০০ কোটি টাকা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৫০ কোটি টাকা), বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (৩০ কোটি টাকা), বেপজা (১০ কোটি

টাকা), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (১০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-৩৬ দ্রষ্টব্য।

#### সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১২টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,১৫৬.৬ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ১২৫৮.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ৫৪৯.৯৮ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬৪৫.৭৪ কোটি টাকা। তাছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ২৩৯.৯৯ কোটি টাকা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ১৫২.৬৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ৬২.৩৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে ৭৯.৭৬ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে ১৩২.২৩ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.২ এ ২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলো:

#### সারণি ৯.২ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠানের নাম	(কোটি টাকায়)							
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সংশোধিত)
বিসিআইসি	-	-	-	০	০	০	০	০
বিএসইসি	-	-	-	০	০	০	০	০
বিজেএমসি	৩৩.০৩	২৯.৫৭	১০০.০০	৩৪.৯৯	৩৪.৯৯	৩৪.৪৫	৬৫.১২	১৩২.২৩
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.১০	০.০৯	০.১২	০.১৩	০.১৫	০.১৫	০.২	০.২৫
বিএফএফডব্লিউটি	১৬.২৫	১৬.৪৪	১৮.১৯	১৮.২৯	২৭.৭	৪৪.৫৩	৬১.১৬	৭৯.৭৬
বিআইডব্লিউটিএ	২৭.৮৬	৩১.৮৮	৫২.১৯	৫০.৫৪	৪২.৪৫	৮২.৪৯	৯৮.২৪	১৫২.৬৭
বিএসসিআইসি	২১.৫০	২২.৫১	২৬.৫	২৮.৫০	৩৬.৯৮	৮.০০	৩৯.৯৬	৬২.৩৫
আরইবি	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৪৩	৮.০০	৮.০০	৮.০০
বিএইচবি	৪.৫০	৪.৬১	৭.৯৯	৭.৪৩	৬.২৯	--	--	-
বিএসবি	৪.৩০	৪.২৬	৩.৯৭	৪.৩২	১২.৩০	৮.৮৯	১০.৪	১৩.৮৫
ইপিবি	৪.০০	১০.০০	১২.০০	১১.০০	৮৬.৬২	১৩.৮১	১৩.৮১	১৬.০০
বিএডিসি	৩৫.০০	৪২.০০	৫৮.৬২	৬৬.৫	১.০০	১৫৫.০০	২০৪.২৭	২৩৯.৯৯
বিডব্লিউডিবি	২৩০.৮০	২৫১.৮৩	২৭৯.০১	২২৮.২৪	১.৬	৫৭১.৬২	৬৪৫.৭৪	৫৪৯.৯৮
বিইআরসি	-	-	০.৫৪	০.৭৭	-	০.০০	০.০০	০.০০
বিএসআরটিআই	-	-	-	১.৪৪	-	১.৭৯	১.৪২	২.৮৪
মোট	৩৮৫.৮৪	৪২১.৬৯	৫৬৭.৬৩	৪৬০.৬৯	৪৯৪.২৫	৯৬১.১৯	১১৫৬.৬	১২৫৮.৪২

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

#### সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৯টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা- স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। সাময়িক হিসাব মতে, ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে এসমস্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৮,০৭১.৬২ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-৩৭ এ দেখা যেতে পারে।

## ব্যাংক ঋণ

১৯টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত মোট ২৫,০৭৫.৬০ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১,৩৬১.১১ কোটি টাকা (৫.৪২ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হ'লঃ বিপিসি (৮,৭৮০.৫৯ কোটি টাকা), বিজেএমসি (৩,১০৪.৬৩ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৪,৮২২.৪৫ কোটি টাকা), বিএডিসি (১,০৬৯.৮০ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (১,২৩৩.৭৮ কোটি টাকা), বিপিডিবি (৪,৫৭১.৩০ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (৩৮২.৬০ কোটি টাকা), বিএসইসি (৩১৪ কোটি টাকা) ও বিটিএমসি (২৫১.৫৮ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিজেএমসি (৯১০.৮৪ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৪৫.৭৮ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৯৫.৯২ কোটি টাকা), বিএসইসি (৩৯.৩৬ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা) ও বিএসএফআইসি (১৫.৫৯ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ **পরিশিষ্ট-৩৮** এ দেয়া হয়েছে। সারণি ৯.৩ এ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের অর্জিত মুনাফা তুলে ধরা হলো।

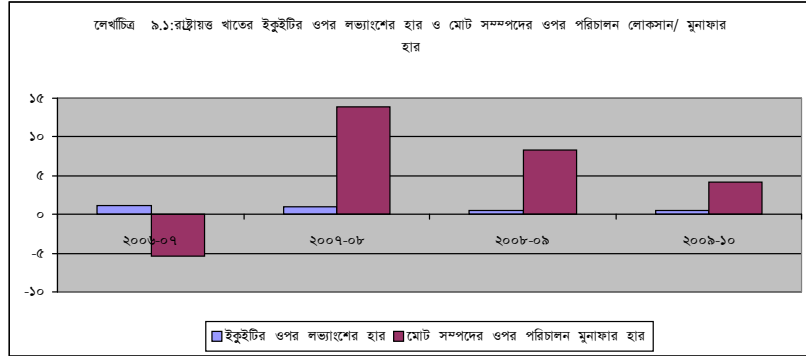
## রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এ সকল কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপরে মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

সারণি-৯.৩ : ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের অর্জিত মুনাফা

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	(কোটি টাকায়) প্রবৃদ্ধির হার ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত
১। পরিচালন রাজস্ব	৫০০৬৪	২০০১৮	৩৯৫৪৭	৬৪২৬৮	৮.৬৭
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	-১৮৫৯	৩৬১০	৩৭৯৪	৩৮১৬	-২২.২৭
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	১১৭২	৮৩৬	২০৪৭	১৬০৯	১১.১৩
৪। কর্মচারী অংশীদারী তহবিল	৭২	৯০	১১৪	১২০	১৮.৫৪
৫। ভর্তুকী (প্রত্যক্ষ)	৯	৮	১৪	৭	-৮.০৩
৬। সুদ	১২৪২	৭১১	১০৫৮	১৬৫৪	১০.০১
৭। করপর্ব নীট লাভ/লোকসান (২+৩+৫)-(৪+৬)	-১৯৯২	৩৬৫৩	৪৬৮৭	৩৬৫৮	-২১.৯৩
৮। কর	৬৯১	৮৫৯	১৩৯৬	৯৯৮	১৩.০২
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	-২৬৮৩	২৭৯৪	৩২৯১	২৬৬০	-২০.৯০
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৫৫৯	৫৪৩	৩৯৫	৩৮৪	-১১.৭৫
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	-৩২৪২	২২৫১	২৮৯৬	২৮৯৬	৪০.৫৩
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	১৬২১৪৯	১১৮২৫১	১৯৫৫৪১	১৯৬৫২৮	৬.৬১
১৩। ইকুইটি	৫০৮৩৫	৫৫৭১৪	৮২৬৭৭	৬৬৭৬৩	৯.৫
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (২÷১২)	-১.১৫	৩.০৫	১.৯৪	১.৯৪	-২২.৬১
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার (৯÷১)	-৫.৩৬	১৩.৯৬	৮.৩২	৪.১৪	-২১.০৩
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	১.১০	০.৯৭	০.৪৮	০.৫৮	-১৯.৪১
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৩১	০.১৭	০.২০	০.৩৩	১.৯৩

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।



সারণি ৯.৩ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল -১.১৫ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ মুনাফার হার ১.৯৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল -৫.৩৬ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৮.১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ১.১০ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ০.৫৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।